সংবাদ

তারিখ 2 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চমেকে শিবির কুপিয়েছে ছাত্রলীগ নেতাকে : হাসপাতাল ফটকে তালা

● ডাক্তারদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতিকে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা কুপিয়ে আহত করেছে। আহতের নাম সোহেল পারভেজ সুমন। তিনি চমেক হাসপাতালের শিক্ষানবিস চিকিৎসক। আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নগরীর মেহেদীবাগের ন্যাশনাল হাসপাতালের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং হাসপাতালের মূল ফটক আটকে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কলেজের মূল প্রবেশদ্বার ও পূর্ব গেটে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। অন্যদিকে ঘটনার প্রতিবাদে ইন্টার্নি চিকিৎসকরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি ঘোষণা করেছেন। হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চমেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কলেজ ছাত্র সংসদ ও আইডিএ প্রতিনিধি এবং ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেছে, চট্টগ্রাম রেলস্টেশন থেকে সিএনজি অটোরিকশা করে হাসপাতালে যাচ্ছিল সুমনসহ তার চার বন্ধু। এ সময় তাদের বহনকারী গাড়ি মেহেদীবাগের ন্যাশনাল হাসপাতালের সামনে আসা মাত্র মোটরসাইকেলে দিয়ে গতিরোধ করে ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা। তারপর ধারালো অস্ত্র ও জিআই পাইপ দিয়ে সুমনের মাথায় আঘাত করে তারা। এ সময় সুমনের আর্তচিৎকারে পথচারীরা ছুটে এলে শিবির ক্যাডাররা পালিয়ে যায় এবং তাকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানান সুমনের বন্ধু ফেরদৌস রাসেল। তিনিও সুমনের সঙ্গে একই গাড়িতে ছিলেন। এদিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এ ঘটনার প্রতিবাদে চমেক হাসপাতালের মূল ফটক আটকে দেয়। এ সময় রোগী ও রোগীর স্বজনদের দুর্ভোগে পড়তে দেখা যায়। এছাড়া হাসপাতালের পূর্ব গেটে ব্যারিকেড দিয়ে রাখে নেতাকর্মীরা। এ বিষয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, মাথায় আঘাত পাওয়ায় সুমনকে ২৪ ঘণ্টার পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। তবে প্রাথমিকভাবে তার অবস্থা আশঙ্কামুক্ত প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাবেক সভাপতির ওপর হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা প্রবর্তক মোড়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে। পরে পুলিশের আশ্বাসে তারা অবরোধ তুলে নেয়। এদিকে সোহেল পারভেজ সুমনের ওপর হামলার

শিবির : পৃষ্ঠা ২ক ২

শিবির : কুপিয়েছে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ঘটনায় চমেক হাসপাতালে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির কর্মসূচি ঘোষণা করেছে হাসপাতালের শিক্ষানবিস চিকিৎসকদের সংগঠন ইন্টার্নি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ)। তবে রোগীদের সেবা দেয়ার জন্য একটি জরুরি টিম গঠন করা হয়েছে। হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চমেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কলেজ ছাত্র সংসদ ও আইডিএ প্রতিনিধি এবং ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চমেক হাসপাতালের পরিচালকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে হাসপাতাল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে দু দফা দাবি পেশ করেন আইডিএ ও ছাত্রলীগ নেতারা। দাবিগুলো হচ্ছে হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং শিক্ষানবিস চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বৈঠকে চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খন্দকার শহীদুল গণি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, আইডিএর আহ্বায়ক রাশেদুর রেজা, ছাত্রসংসদের সহ-সভাপতি দেবাশীষ চক্রবর্তী ও ছাত্রলীগের কলেজ শাখার সভাপতি মেহেরবাহুল ইসলাম এবং নগর আওয়ামী লীগ নেতা আ জ ম নাছির উপস্থিত ছিলেন।